দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 14 DEC 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ... 1 ... কলাম ... 1 ... ...

008

আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস

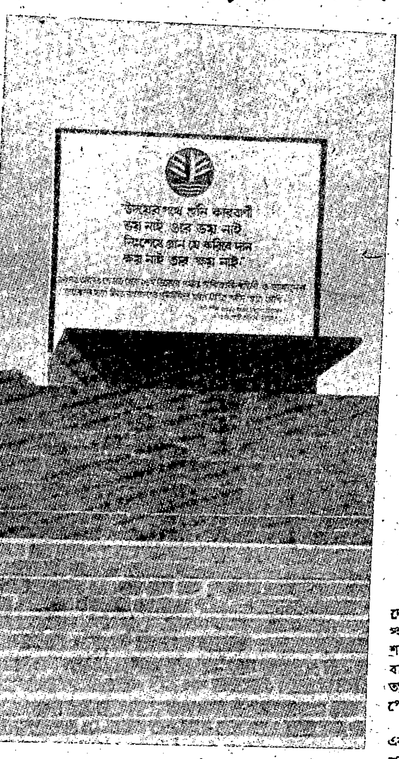

মীরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

আজ ১৪ই ডিসেম্বর। বেদনাময় স্মৃতির অশ্রুভেজা দিন—শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস।

১৯৭১ সালে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ এবং হানাদার বাহিনীর সন্ত্রাসের দিন শেষে মুক্ত স্বদেশে স্বাধীনতার আলো ছড়িয়ে পড়ার কয়েকটি দিন মাত্র বাকী। চাপা আনন্দ আর উত্তেজনার সেই মহতী মুহূর্তে অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীতে হত্যা করা হলো দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, চিকিৎসক এবং দার্শনিকদের। আজ তাঁদের স্মরণ দিবস।

স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতেই

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ সার্থক করতে হবে: এরশাদ

প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ দেশের সকল স্তরের মানুষের অবস্থার সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্বপ্নের নতুন বাংলাদেশ গড়ার মধ্য দিয়ে তাঁদের ত্যাগকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দেয়ার আহবান জানিয়েছেন।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে এক বাণীতে প্রেসিডেন্ট বলেন, জাতি আজ এক অভাবমুক্ত শোষণ-

(৫-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 14 DEC 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ... 1 ... কলাম 1 ... ...

এরশাদ

(১-এর পৃঃ পর)

হীন সমাজ গড়ার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে।

বাণীর পূর্ণ বিবরণ নীচে দেয়া হল:

জাতির জন্য ১৪ই ডিসেম্বর এক গভীর দুঃখ ও শোকের দিন। ১৪ বছর আগে এই দিনে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে আমাদের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীগণ জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছিলেন। এই জঘন্য ও নির্মম হত্যাযজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে অপরিসীম শূন্যতা সৃষ্টি করা। প্রকৃতপক্ষে তাঁদেরকে হারিয়ে আমাদের শিল্প সাহিত্য, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

আজকের দিনে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করছি। তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাচ্ছি।

জাতি আজ এক অভাবমুক্ত শোষণহীন সমাজ গড়ার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। আসুন, দেশের সকল স্তরের মানুষের অবস্থার সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্বপ্নের নতুন বাংলাদেশ গড়ার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁদের ত্যাগকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছিয়ে দিই।

খবর তথ্য বিবরণীর।

১ম পৃঃ পর

হত্যা করা হয় দার্শনিক ডক্টর জি সি দেব, অধ্যাপক ডঃ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য, রাজনীতিক সাইদুল হাসান, দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা, শিল্পী আলতাফ মাহমুদ, সাংবাদিক আবুল বাশার, সংস্কৃতিসেবি জহিরুল ইসলামকে।

হানাদার বাহিনীর দখলদারীত্বের শেষ কয়েকটি দিন—১০ই ডিসেম্বর থেকে ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের ঘৃণিত সহচর আলবদর, আলশামস ও রাজাকাররা সুপরিকল্পিতভাবে অবরুদ্ধ নগরীতে গেস্টাপোর হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সান্ধ্য আইনের ছত্রছায়ায় বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে সাংবাদিক-সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, অধ্যাপক রাশীদুল হাসান, অধ্যাপক গিয়াসউদ্দীন আহমদ, সাংবাদিক সিরাজউদ্দীন হোসেন, নিজামউদ্দীন আহমদ, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, আখতার হোসেন, এম এ মান্নান (লাডু ভাই), সেলিনা পারভীন, ডাক্তার ফজলে রাব্বি, ডাক্তার আলীম চৌধুরী, ডাক্তার মোহাম্মদ মোর্তজা, অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ ও ফয়জুল মহীকে।

নিজস্ব ক্ষেত্র থেকে এঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করেছিলেন স্বাধীনতার চেতনায়। কথা, লেখা ও কাজে তাঁরা জাতির চেতনায় সঞ্চারিত করেছিলেন স্বাধীনতার অনন্ত তৃষ্ণা। অধিকার সচেতন করে তুলেছিলেন শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত ও উপেক্ষিত দেশবাসীকে। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে দেশবাসী আজ তাঁদের স্মৃতি তর্পণ করবে।

এই উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র, শ্রমিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। এইসব কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে মীরপুরস্থ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কালো পতাকা উত্তোলন ও কালোব্যাজ ধারণ।

পনের দল আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে জোটের প্রত্যেকটি শরীক দলের অফিসে কালো পতাকা উত্তোলন করবে। এরপর পনের দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে সকাল ন'টায় পুষ্পমাল্য অর্পণ করবেন।